পঞ্চম অধ্যায়

মুদ্রা ব্যবস্থাপনা এবং আর্থিক বাজার উন্নয়ন

আর্থিক খাত সামগ্রিক অর্থনীতির চারটি প্রধান খাতের মধ্যে অন্যতম। সরকারের সার্বিক আর্থিক খাত ব্যবস্থাপনার মধ্যে রয়েছে মুদ্রানীতি বাস্তবায়ন, মুদ্রা ব্যবস্থাপনা এবং আর্থিক বাজার ব্যবস্থাপনা। কার্যকর মুদ্রাব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা এবং দক্ষ ও নির্ভরযোগ্য আর্থিক বাজার গড়ে তোলা সামগ্রিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার লক্ষ্যসমূহ অর্জনের অন্যতম পূর্বশর্ত। অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা, অর্থনৈতিক অগ্রগতি ত্বরান্বিতকরণ এবং একটি অভীষ্ট লক্ষ্যে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে আধুনিক সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় মুদ্রানীতি অন্যতম কার্যকর হাতিয়ার। মুদ্রানীতি একটি অর্থনীতিতে পরোক্ষভাবে ক্রিয়াশীল থেকে উন্নয়নের গতি-প্রকৃতি নির্ধারণে ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় মুদ্রানীতির গুরুত্ব ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ধারা ত্বরান্বিত করা; সামষ্টিক অর্থনৈতিক ভারসাম্য বজায় রাখা; মূল্য পরিস্থিতি স্থিতিশীল রাখা; দীর্ঘমেয়াদি উৎপাদন ক্ষমতা ও আস্থা বৃদ্ধির প্রক্রিয়া সুনিশ্চিত করা এবং সাম্প্রতিক বিশ্বে অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাব কাটিয়ে দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বেগবান করার লক্ষ্যে মুদ্রানীতি পরিচালিত হচ্ছে। তদুপরি, কাঙ্খিত আর্থ-সামাজিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে আর্থিকখাতের ভূমিকা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বর্তমান ও বিগত বছর সমূহে ব্যাংকিং ও অন্যান্য আর্থিকবাজার উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ গ্রহন ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

মুদ্রানীতি ও মুদ্রা ব্যবস্থাপনা (Monetary Policy and Monetary Management)

বর্তমান অর্থবছরে বিগত অর্থবছরের মুদ্রা ব্যবস্থাপনার বস্তুনিষ্ঠ পর্যালোচনা, গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক নির্দেশকসমূহের চলতি গতিধারা এবং ভবিষ্যত প্রয়োজনীয়তার আলোকে একটি পরিমিত সম্প্রসারণশীল মুদ্রা নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হয়। উৎপাদনমুখী কর্মকান্ডে ঋণযোগানে সংকুলানমুখিতার (accommodativeness) পাশাপাশি ঋণ ও মুদ্রার সামগ্রিক যোগানে সংযত প্রবৃদ্ধির সর্তক মুদ্রানীতি সাম্প্রতিক বছরগুলোর মতো ২০০৩-০৪ অর্থ বছরেও অনুসৃত হয়েছে। সে অনুযায়ী, বৈদেশিক খাত এবং রাজস্বনীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে ২০০৩-০৪ সালের মুদ্রানীতি এবং মনিটারি কর্মসূচি (Monetary Programmes) পরিচালিত হচ্ছে। বেসরকারি খাতে পর্যাপ্ত ঋনযোগানের সাথে সাথে সরকারি খাতে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে গৃহীত ঋণের প্রসার সংকোচন দ্বারা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সুসংহত করার পাশাপাশি বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের ক্রমবৃদ্ধি অর্জিত হচ্ছে। ৩১শে মে ২০০৩ থেকে প্রবর্তিত টাকার বাজরভিত্তিক ভাসমান বিনিময় হার স্থিতিশীল রয়েছে। অনুকূল এ পরিস্থিতিতে ঋণ ও মুদ্রা বাজারের ব্যাপ্তি, গভীরতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির দিকে মনোযোগ দেয়া হয়েছে, ঋণবাজারে উচ্চ ''সুদহারের জড়তা'' (interest rate rigidity) নিরসন করে প্রতিবেশী দেশগুলোর তুলনায় বিরাজমান উচ্চ সুদহার নিম্নমুখী করার বিশেষ উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

মুদ্রা ব্যবস্থাপনার মূল দায়িত্বে রয়েছে বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক - ''বাংলাদেশ ব্যাংক''। বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ অনুসারে, মুদ্রানীতি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের দায়িত্ব বাংলাদেশ ব্যাংকের। অর্থ ব্যবস্থাপনা এবং ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমুহের সার্বিক তদারকির দায়িত্বেও নিয়োজিত বাংলাদেশ ব্যাংক। এছাড়াও মুদ্রার স্থানীয় মান এবং বৈদেশিক মুদ্রার বিপরীতে টাকার মূল্যের স্থিতিশীলতা রক্ষার প্রয়োজনে বৈদেশিক মুদ্রাবাজারে Intervention policy প্রনয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষমতাও বাংলাদেশ ব্যাংকের রয়েছে।

মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

২০০৩-২০০৪ অর্থবছরের প্রথম আট মাস (জুলাই ২০০৩-ফেব্রুয়ারি ২০০৪) ব্যাপক মুদ্রার (M_2) যোগান ৭,৪৬৯.৩০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পায়। একই সময়ে প্রচলনে থাকা নোট/মুদ্রা যোগানে ১২.২০ শতাংশ ও মেয়াদী আমানতে ৭.০৯ শতাংশ প্রবৃদ্ধির সঙ্গে তলবি আমানতে ৩.২২ শতাংশ হ্রাসের সমন্বয়ে ব্যাপক মুদ্রার এ সামগ্রিক প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় ৬.৫৫ শতাংশ (সারণি - ৫.১)। বাৎসরিক ভিত্তিতে ফেব্রুয়ারি ২০০৪ পর্যন্ত (মার্চ ২০০৩ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০০৪) ব্যাপক মুদ্রার প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় শতকরা ১২.৮৫ ভাগ, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে ছিল শতকরা ১৫.২৩ ভাগ। এই সময়ে ব্যাপক মুদ্রা যোগানের ব্যবহারভিত্তিক বিভাজন থেকে লক্ষ্য করা যাবে যে বাৎসরিক ভিত্তিতে ফেব্রুয়ারি ২০০৪ পর্যন্ত সরকারি খাতে ঋণের কোন প্রবৃদ্ধি না হয়ে বরং বার্ষিক ৪.৯২ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে, ফলে বেসরকারি খাতে ঋণযোগানে ১২.৪০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি সত্ত্বেও অভ্যন্তরীণ ঋণযোগানের সামগ্রিক প্রবৃদ্ধি ৭.৬৬ শতাংশে সীমিত থেকেছে। অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি এভাবে সীমিত থাকায় নীট বৈদেশিক সম্পদের ৫৭.৯৮ শতাংশ মাত্রায় জোরালো প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। লেখচিত্র ৫.১ ও ৫.২ -এ মুদ্রা যোগানের উপাদানগুলোর গতিধারা ও বিভাজন উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি ৫.১ ঃ মুদ্রা ও ঋণযোগানের গতিধারা জুলাই ০৩ - ফেব্রুয়ারি ০৪

(কোটি টাকায়)

			পরিবর্তন		বাৎসরিক পরিবর্তন	
বিবরণ	**জুন ২০০৩**	**ফেব্রুয়ারি ২০০৪**	**জুলাই ০৩ - ফেব্রু ০৪**	**জুলাই ০২ - ফেব্রু ০৩**	**মার্চ ০৩ - ফেব্রু ০৪**	**মার্চ ০২- ফেব্রু ০৩**
১	২	৩	৪	৪	৫	৬
ক) প্রচলনে থাকা নোট/মুদ্রা	১৩৯০১.৮	১৫৫৯৮.১	১৬৯৬.৩০	২৩৫৬.৫০	৭১০.২০	১৩০০.৮০
			(+১২.২০)	(+১৮.৮০)	(+৪.৭৭)	(+৯.৫৭)
খ) তলবি আমানত ১/	১২৮৪১.৬	১২৪২৭.৪	-৪১৪.২০	-৬২৬.৬০	১৪২৪.৬০	৫৯৩.৬০
			(-৩.২২)	(-৫.৩৯)	(+১২.৯৫)	(+৫.৭০)
সংকীর্ণ মূদ্রা (এম১) (ক+খ)	২৬৭৪৩.৪	২৮০২৫.৫	১২৮২.১০	১৭২৯.৯০	২১৩৪.৮০	১৮৯৪.৪০
			(+৪.৭৯)	(৭.১৬)	(+৮.২৪)	(+৭.৯০)
গ) মেয়াদি আমানত	৮৭২৫১.১	৯৩৪৩৮.৩	৬১৮৭.২০	৭২৮৯.৩০	১১৬৯৩.৮০	১২৩৩৫.৪০
			(+৭.০৯)	(+৯.৭৯)	(+১৪.৩১)	(+১৭.৭৭)
ব্যাপক মুদ্রা যোগান (এম২) (ক+খ+গ) = (ঘ+ঙ)	**১১৩৯৯৪.৫**	**১২১৪৬৩.৮**	**৭৪৬৯.৩০ (+৬.৫৫)**	৯০১৯.২০ (+৯.১৫)	**১৩৮২৮.৬০** (+১২.৮৫)	**১৪২২৯.৮০** (+১৫.২৩)
ঘ) নীট বৈদেশিক সম্পদ	১৪০৯৪.০	১৫৮০৪.৪	১৭১০.৪০	৪১০.৪০	৫৮০০.৩০	২১৮৭.৮০
			(+১২.১৪)	(+৪.২৮)	(+৫৭.৯৮)	(+২৭.৯৯)
ঙ) নীট্ অভ্যন্তরীণ সম্পদ (১+২)	৯৯৯০০.৫	১০৫৬৫৯.৪	৫৭৫৮.৯০ (+৫.৭৬)	৮৬০৮.৮০ (+৯.৬৭)	৮০২৮.৩০ (+৮.২২)	১২০৪২.০০ (+১৪.০৭)
(১) অভ্যন্তরীণ ঋণ (ক+খ)	**১০৩৯৮৩.৯**	**১১০৫১৪.৮**	**৬৫৩০.৯০**	৭৬৭১.৪০	৭৮৬৫.১০	১১৬৭৪.৩০
			(+৬.২৮)	(+৮.০৮)	(+৭.৬৬)	(+১২.৮৩)
ক) সরকারি খাত (i + ii)	২৬৩২১.৩	২৬৭১৫.৯	৩৯৪.৬০	৬৯১.৬০	-১৩৮৩.০০	১২১২.১০
			(+১.৫০)	(+২.৫২)	(-৪.৯২)	(+৪.৫১)
i) সরকার (নীট)	১৯০৬১.৩	১৮৭৪৬.০	-৩১৫.৩০	২০৫.২০	-১৬২৩.৬০	৭১২.১০
			(-১.৬৫)	(+১.০২)	(-৭.৯৭)	(+৩.৬২)
ii) অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত খাত	৭২৬০.০	৭৯৬৯.৯	৭০৯.৯০	৪৮৬.৪০	২৪০.৬০	৫০০.০০
			(+৯.৭৮)	(+৬.৭২)	(+৩.১১)	(+৬.৯২)
খ) বেসরকারি খাত	৭৭৬৬২.৬	৮৩৭৯৮.৯	৬১৩৬.৩০	৬৯৭৯.৮০	৯২৪৮.১০	১০৪৬২.২০
			(+৭.৯০)	(+১০.৩৩)	(+১২.৪০)	(+১৬.৩২)
(২) অন্যান্য সম্পদ (নীট)	**-৪০৮৩.৪**	**-৪৮৫৫.৪**	**-৭৭২.০০**	+৯৩৭.৪০	+১৬৩.২০	+৩৬৭.৭০

নোট ঃ বন্ধনীর উপাত্তসমূহ শতকরা পরিবর্তনের হার নির্দেশক

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক

১/ অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের আমানত অন্তর্ভূক্ত

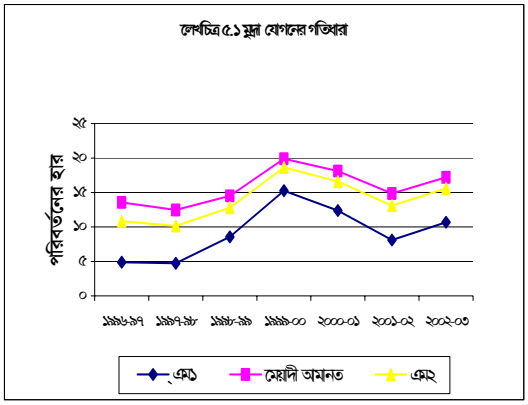

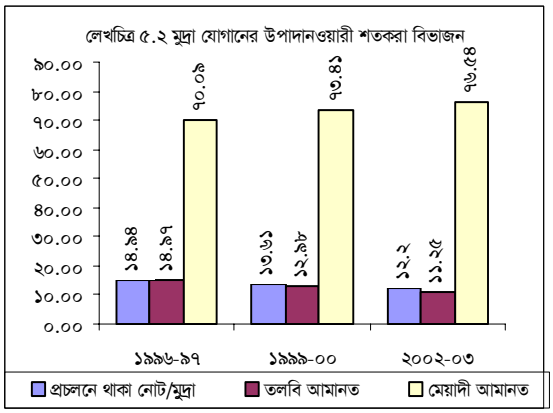

ব্যাংক মুদ্রার যোগানের প্রবৃদ্ধি নির্দিষ্ট মাত্রায় সীমিত রাখার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক রিজার্ভ মুদ্রার (ইস্যুকৃত মুদ্রা এবং ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর বাংলাদেশ ব্যাংকে গচ্ছিত স্থিতি) যোগান নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। ফেব্রুয়ারি ২০০৪ পর্যন্ত ২০০৩-২০০৪ অর্থবছরের আটমাসে রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধি ছিল শতকরা ৪.৯৩ ভাগ (সারণি ৫.২)। ফেব্রুয়ারি ২০০৪ পর্যন্ত বার্ষিক ভিত্তিতে রিজার্ভ মুদ্রার ৪.৯৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়। সংযত ও সর্তক মুদ্রানীতির প্রতিফলন রিজার্ভ মুদ্রার পরিমিত প্রবৃদ্ধি ছাড়াও রিজার্ভমুদ্রার উপাদানগত পরিবর্তনেও লক্ষ্য করা যায়। বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদের স্থিতি ফেব্রুয়ারি ২০০৪ পর্যন্ত বার্ষিক ভিত্তিতে ২৫.৮০ শতাংশ হ্রাস পেয়ে নীট বৈদেশিক সম্পদের ৫৮.৮৭ শতাংশ মাত্রার বড় ধরণের প্রবৃদ্ধি ঘটেছে।

সারণি ৫.২ ঃ রিজার্ভ মুদ্রা যোগানের গতিধারা

(কোটি টাকায়)

	জুন	ফেব্রুয়ারি	পরিবর্তন		বাৎসরিক পরিবর্তন	
বিবরণ	২০০৩	২০০৪	জুলাই'০৩ - ফেব্রু ০৪	জুলাই'০২ - ফেব্রু ০৩	মার্চ -০৩ - ফেব্রুয়ারি ০৪	মার্চ ০২- ফেব্রুয়ারি ০৩
১	২	৩	৪	৫	৫	৬
১) রিজার্ভ মুদ্রা (ক+খ+গ)	**২৪৩১৩.১০**	**২৫৫১২.০০**	**১১৯৮.৯০**	**৭৭৪.৪০**	**১২০৪.০০**	**২০২৪.৩০**
			(+৪.৯৩)	(+৩.২৯)	(+৪.৯৫)	(+৯.০৮)
ক) ইস্যুকৃত মুদ্রা/নোট	১৫৩৪২.৩০	১৬৯৪৩.৩০	১৬০১.০০	২১৮১.৫০	৮৮১.৬০	১৩২২.১০
			(+১০.৪৪)	(+১৫.৭২)	(+৫.৪৯)	(+৮.৯৭)
খ)বাংলাদেশ ব্যাংকে গচ্ছিত	৮৯৫৭.১০	৮৫৪৮.৮০	-৪০৮.৩০	১৫৫০.৯০	৩১৪.৪০	৬৯০.৬০
তফসিলী ব্যাংকসমূহের স্থিতি			(-৪.৫৬)	(+২৩.২০)	(+৩.৮২)	(+৯.১৫)
গ) বাংলাদেশ ব্যাংকে গচ্ছিত অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের স্থিতি	**১৩.৭০**	**১৯.৯০**	**৬.২০**	**২.৬০**	**৮.০০**	**১১.৬০**
২) রিজার্ভ মুদ্রা [(ক+খ+গ) বা (ঘ+ঙ)]	**২৪৩১৩.১০**	**২৫৫১২.০০**	**১১৯৮.৯০**	**৭৭৪.৪০**	**১২০৪.০০**	**২০২৪.৩০**
			(+৪.৯৩)	(+৩.২৯)	(+৪.৯৫)	(+৯.০৮)
ঘ) বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট বৈদেশিক সম্পদ	১২৩১২.৪০	**১৪০২৮.০০**	১৭১৫.৬০	১২৩৯.৯০	৫১৯৭.৯০	৩০৬১.৮০
			(+১৩.৯৩)	(+১৬.৩৪)	(+৫৮.৮৭)	(+৫৩.০৮)
ঙ) বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ (১)+(২)	১২০০০.৭০	১১৪৮৪.০০	**-৫১৬.৭০**	-৪৬৫.৫০	-৩৯৯৩.৯০	-৯৯২.৫০
			(-৪.৩১)	(-২.৯২)	(-২৫.৮০)	(-৬.০৩)
(১) অভ্যন্তরীণ ঋণ	**১৩৪৮৯.৮০**	**১২৫৬৭.০০**	**-৯২২.৮০**	**-১৪৯২.২০**	**-২৯৪৬.৮০**	**-২৯৬৮.৩০**
			(-৬.৮৪)	(-৮.২৯)	(-১৮.৯৯)	(-১৬.০৬)
(ক) সরকার (নীট)	৭৪০৩.৩০	৬৬৩২.১০	-৭৭১.২০	-২৬১৩.২০	-২৭৪৪.৭০	-২৫৪২.১০
			(-১০.৪২)	(-২১.৭৯)	(-৪১.৩৯)	(-২১.৩৩)
(খ) অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত খাত	১২৩১.৯০	১০৫০.৭০	-১৮১.২০	-৩৯.২০	-১৮৭.৭০	-৩২.০০
			(-১৪.৭১)	(-৩.০৭)	(-১৫.১৬)	(-২.৫২)
(গ) তফসিলী ব্যাংকসমূহের কাছে	৪৮৪৬.৮০	৪৮৭৭.১০	৩০.৩০	১৬০.৯০	-১৩.১০	-৩৯২.৯০
বাংলাদেশ ব্যাংকের পাওনা			(+০.৬৩)	(+৩.৪০)	(-০.২৭)	(-৭.৪৪)
(ঘ) অন্যান্য আমানত গ্রহণকারী (বেসরকারী) প্রতিষ্ঠানের কাছে বাংলাদেশ ব্যাংকের পাওনা	**৭.৮০**	**৭.১০**	**-০.৭০**	**-০.৭০**	**-১.৩০**	**-১.৩০**
(২) অন্যান্য সম্পদ (নীট)	**-১৪৮৯.১০**	**-১০৮৩.০০**	**৪০৬.১০**	**২০৬২.৬০**	**-১০৫০.১০**	**১৯৭৫.৮০**

নোট ঃ বন্ধনীর উপাত্তসমূহ শতকরা পরিবর্তনের হার নির্দেশক

উৎস ঃ বাংলাদেশ ব্যাংক

সুদের হার যৌক্তিকীকরণ

বাংলাদেশে ব্যাংকিং খাতে প্রচলিত সুদের হার তুলনামূলকভাবে বেশি। প্রতিবেশী সার্ক দেশসমূহের সাথে তুলনায় দেখা যায় যে, ২০০৩ সালের ডিসেম্বর সাথে বাংলাদেশে ঋণের উপর সুদের হার যেখানে গড়ে ১২.৪ শতাংশ ছিল, পাকিস্তান, শ্রীলংকা এবং ভারতের ক্ষেত্রে তা ছিল যথাক্রমে ৫.৭ শতাংশ, ৯.৩ শতাংশ এবং ১০.৮ শতাংশ। তবে এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে আমানত সুদের হারও এই দেশগুলির তুলনায় বাংলাদেশে বেশি।

সারণি ৫.৩ ঃ বাংলাদেশ ও প্রতিবেশী সার্ক দেশগুলোর সুদহার

শতকরা	ভারত ১/			পাকিস্তান ২/			শ্রীলংকা ৩/			বাংলাদেশ /৪		
বার্ষিক সুদহার	'০২ মার্চ	'০৩ মার্চ	'০৩ ডিসে	'০১ জুন	'০২ জুন	'০৩ ডিসে	'০১ ডিসে	'০২ ডিসে	'০৩ ডিসে	'০২ জুন	'০৩ জুন	'০৩ ডিসে
আমানত	৮.০	৫.৮	৫.৪	৫.০	৪.২	১.৪	১০.৮	৭.৫	৫.৩	৬.৭	৬.৩	৬.৩
ঋণ	১১.৫	১১.১	১০.৮	১৪.০	১২.১	৫.৭	১৪.৩	১২.২	৯.৩	১৩.২	১২.৮	১২.৪
ট্রেজারী বিল	৬.২	৫.৯	৪.৩	১২.০	৬.৮	২.২	১৩.৭	৯.৯	৭.২	৫.৭	৯.৯	৬.৪
সঞ্চয়পত্র	...	...	...	১২.৫	১০.৬	৭.০	...	...	...	১২.৫	১২.৫	১১.০

উৎস ঃ বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলংকার কেন্দ্রীয় ব্যাংক ওয়েবসাইট

১/ ভারতঃ আমানত সুদহার একবছর মেয়াদি, ঋণের সুদহার প্রাইম লেন্ডিং রেন্ট, ট্রেজারী বিল Yield একবছর মেয়াদি

২/ পাকিস্তান ঃ আমানত ও ঋণের সুদহার ভারত গড়, ট্রেজারী বিল Yeild একবছর মেয়াদি

৩/ শ্রীলংকা ঃ আমানত সুদহার ভারত গড়, ঋণের সুদহার প্রাইম লেন্ডিং রেটের ভারিত গড়, ট্রেজারি বিল Yeild একবছর মেয়াদি

৪/ বাংলাদেশ আমনত ও ঋণের সুদহার ভারত গড়, ট্রেজারি বিল Yeild একবছর মেয়াদি, সঞ্চয়পত্রের মুনাফা হার পাঁচ বছর মেয়াদি

তুলনীয় মূল্যস্ফীতি সম্পন্ন প্রতিবেশী দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশের ঋণবাজারে বিদ্যমান উচ্চ সুদহারের জড়তা দূর করে নিম্নগামী করার জন্য ২০০৩-০৪ অর্থবছরে বহুমুখী সমন্বিত উদ্যোগ নেয়া হয়। এর মধ্যে রয়েছে: সরকারি ট্রেজারি বিল নিলাম Yeild অর্থবছরের শুরুর তুলনায় প্রায় চার শতাংশ হ্রাস, ব্যাংক রেট হ্রাস ও ব্যাংকগুলোর সরকারি সিকিউরিটিজে রক্ষণীয় তরল সম্পদের মাত্রা চার শতাংশ হ্রাস করে এবং সরকারি সঞ্চয়পত্রের উপর মুনাফার হার যৌক্তিকীকরণ করে ব্যাংকগুলোর তহবিল যোগান বৃদ্ধি ও তহবিল ব্যয় (cost of fund) হ্রাস। সুদের হার যুক্তিসংগত পর্যায়ে আনয়নের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যাংক রেট শতকরা ৮ ভাগ থেকে পর্যায়ক্রমে কমিয়ে শতকরা ৬ ভাগ নির্ধারণ করেছে। ব্যাংকগুলোয় তহবিল ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধি ও খেলাপি ঋণের মাত্রা হ্রাস দ্বারা আমানত ও ঋণের সুদহারের উচ্চ ব্যবধান (spread) কমিয়ে ঋণের সুদহার আরও কমানোর লক্ষ্যে সংস্কার কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হয়েছে। সরকার আগামের উপর সুদের হার (interest on advances) যুক্তিসংগত পর্যায়ে নির্ধারণ করার মাধ্যমে উৎপাদনশীল খাতে ঋন সঞ্চালন বৃদ্ধি করে দ্রুত আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আরো অধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমুহকে উৎসাহিত করছে।

এসব পদক্ষেপের ফলে ব্যাংকঋণের সুদহার ইতোমধ্যে নিম্নগামী হয়েছে। সারণি ৫.৩ অনুসারে, জুন ২০০৩ - এ ঋনের বিপরীতে গড় সুদের হার ১২.৮ শতাংশ থাকলেও ডিসেম্বর ২০০৩ এ তা ১২.৪ শতাংশে নেমে আসে। এপ্রিল ২০০৪ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী এ হার আরো নেমে এসেছে। রাষ্ট্রায়ত্ত এবং বিশেষায়িত ব্যাংকগুলো এ ক্ষেত্রে অগ্রনী ভূমিকা পালন করছে। সোনালী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক এবং অগ্রণী ব্যাংক সঞ্চয়ী আমানতের উপর সুদের হার ২০০১ সালের মার্চ মাসের ৭ শতাংশ থেকে কমিয়ে ২০০৪ সালের মার্চ মাসে ৩.৫ শতাংশে নিয়ে এসেছে। বিশেষায়িত ব্যাংকগুলো সঞ্চয়ী আমানতের উপর সুদের হার ২০০১ সালের মার্চ মাসের তুলনায় ২০০৪ -এর মার্চ মাসে ৩.২৫-৪.৫ শতাংশ কমিয়ে এনেছে। এছাড়াও, রাষ্ট্রায়ত্ত এবং বিশেষায়িত ব্যাংকগুলো ২-৩.৫ শতাংশ হ্রাস করেছে তাদের বিভিন্ন মেয়াদের স্থায়ী আমানতের উপর সুদের হার।

আমানত সুদের হার হ্রাস করার ফলে ঋণের বিপরীতে সুদের হারও হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে । যেখানে ২০০১ সালের মার্চ মাসে সোনালী ব্যাংকের কৃষি ঋণের উপর সুদের হার ছিল ১২.৫০-১৩ শতাংশ; ২০০৪ সালের মার্চ মাসে তা ৫-৯ শতাংশে নেমে এসেছে। অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের ক্ষেত্রেও একই ধারা লক্ষ্য করা যায়। বিকেবি (Bangladesh Krishi Bank, BKB) এবং রাকারের (Rajshahi Krishi Unnayan Bank, RAKUB) কৃষি ঋণের উপর সুদের হার ২০০১ সালের মার্চ মাসে ছিল যথাক্রমে ১২-১৪ শতাংশ এবং ১৪ শতাংশ; ২০০৪ সালের মার্চ মাসে তা ১০ শতাংশে নেমে আসে। তবে বিকেবি এবং রাকাব কৃষি ঋণের উপর সুদের হার বাংলা নববর্ষ, ১৪১১ (১৪ এপ্রিল ২০০৪) থেকে ৮ শতাংশে নামিয়ে এনেছে। অন্যদিকে রপ্তানি বাণিজ্যিকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বিশেষায়িত ব্যাংক গুলোর রপ্তানি সহায়ক ঋণের উপর সুদের হার ২০০১ সালের মার্চ মাসের ১০ শতাংশ থেকে ২০০৪ সালের মার্চ মাসে ৭ শতাংশে নামিয়ে আনা হয়েছে। একইভাবে অন্যান্য ঋণের ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রায়ত্ত এবং বিশেষায়িত ব্যাংকগুলো সুদের হার উল্লেখ্যযোগ্য ভাবে হ্রাস পেয়েছে। সারণি ৫.৪ ও ৫.৫ -এ ২০০১ ও ২০০৪ সালের মার্চ মাসে বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত এবং বিশেষায়িত ব্যাংকের ঋণ ও আমানতের উপর সুদের হারের তুলনামূলক পরিবর্তন উপস্থাপিত হয়েছে।

সারণি ৫.৪ঃ আমানতের/ ঋণের প্রকৃতিভেদে সুদ হার* - রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসমূহ

(শতকরা হার)

আমানতের/ ঋণের প্রকৃতি	সোনালী ব্যাংক		জনতা ব্যাংক		অগ্রণী ব্যাংক		রূপালী ব্যাংক	
	২০০১	২০০৪	২০০১	২০০৪	২০০১	২০০৪	২০০১	২০০৪
আমানতের উপর সুদ হার								
সঞ্চয়ী আমানত	৭	৩.৫	৭.৫	৩.৫	৭.৫	৩.৫	৭.৭৫	৪.৫
স্থায়ী আমানত সুদ								
৩ মাস এবং তদুর্ধ্ব কিন্তু ৬ মাসের কম	৮.২৫	৫.২৫	৮.৫	৫.২৫	৮	৫.২৫	৮.৭৫	৬.২৫
১ বৎসর এবং তদুর্ধ্ব কিন্তু ২ বৎসরের কম	৮.৭৫	৬	৯	৬	৮.৭৫	৬	৯.২৫	৭
ঋণ ও অগ্রিমের উপর সুদহার								
কৃষি ঋণ	১২.৫-১৩	৫-৯	১১-১৪.৫	১০	১৩.৫	১০	১৩	৯
বৃহৎ ও মাঝারী ঋণ	১০	৯-১১	১৩	৯-১১	১৩	৯-১১	১৩.৫	১১.৫
চলতি মূলধন	১৪	১১	১৪.৫	১০-১১	১৫.৫	১১	১৪.৫	১৩
রপ্তানী ঋণ	১০	৭	৯	৭	১০	৭	১০	৭
অন্যান্য বাণিজ্যিক ঋণ	১৬	১০-১২	১৫	১২.৫	১৬	১২	১৫-১৮	১৪.৫-১৫
ক্ষুদ্র শিল্প	১৩	১০-১০.৫	১১.৫	১০	১১.৫	১০.৫	১১	১০.৫-১১
অন্যান্য বাণিজ্যিক ঋণ	১২-১৮	১২	১২-১৫	১০-১২.৫	১১-১৬	১০-১৩	১৫-১৮	১২-১৪.৫

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক, * মার্চ ২০০১ ও মার্চ ২০০৪

সারণি ৫.৫ঃ আমানতের/ ঋণের প্রকৃতিভেদে সুদ হার* - বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহ

(শতকরা হার)

আমানতের/ ঋণের প্রকৃতি	বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক		বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক		রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক		বাংলাদেশ শিল্প ঋন সংস্থা		বেসিক ব্যাংক	
	২০০১	২০০৪	২০০১	২০০৪	২০০১	২০০৪	২০০১	২০০৪	২০০১	২০০৪
সঞ্চয়ী আমানতের উপর সুদ	৮	৪.৫	৭.৭৫	৩.৫	৮	৪.৫	৭.৭৫	৪.৫	৭.৫	৬
স্থায়ী আমানতের উপর সুদ										
৩ মাস এবং তদুধর্ব কিন্তু ৬ মাসের কম	৮.৫	৬.২৫	৮.৫	৫.২৫	৮.৫	৬.২৫	৮.৫	৬.২৫	৮.৫	৭
১ বৎসর এবং তদুধর্ব কিন্তু ২ বৎসরের কম	৯	৭	৯	৬	৯	৭	৯	৭	৯	৭.৭৫
ঋণ ও অগ্রিমের উপর সুদহার										
কৃষি ঋণ	১২-১৪	১০	-	-	১৪	১০	-	-	১৩	৯
বৃহৎ ও মাঝারী ঋণ	৯.৫-১৫	১০	১৩.৫	৯-১১	১৩-১৬	১০	১৩.৫	১০-১৪	১২-১৩	৯.৫-১১
চলতি মূলধন	১৪	১০	১৫.৫-১৬	১০-১১	১৪.৫	১০-১২	১৫	১২	১৫	১০-১২
রপ্তানী ঋণ	১০	৭	১০	৭	১০	৭	১০	৭	১০	৭
অন্যান্য বাণিজ্যিক ঋণ	১৫.৫	১২	১৬	১২-১২.৫	১৫	১৪	১৫.৫-১৬	১২	১৬	১২
ক্ষুদ্র শিল্প	১২-১৩.৫	১০	১১.৫	৯-১১	১০-১৫	১০	১১.৫	১০	-	১১-১১.৫
অন্যান্য বাণিজ্যিক ঋণ	১০-১৬	১০-১২	১৪.৫-১৮	১০-১৪.৫	১১-১৮	১১-১২	১৫-১৬	১০-১৩.৫	১৪.৫-১৫	১২

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক, * মার্চ ২০০১ ও মার্চ ২০০৪

বৈদেশিক মুদ্রার বিপরীতে টাকার মূল্যের স্থিতিশীলতা বজায় রাখা

৩১শে মে ২০০৩ তারিখ থেকে বাংলাদেশে বাজার ভিত্তিক ভাসমান বিনিময় হার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। এ ব্যবস্থায় বাংলাদেশ ব্যাংক বাজারে সার্বক্ষণিকভাবে উপস্থিত না থেকে শুধুমাত্র বিনিময় হারের স্থিতিশীলতা বজায় রাখার প্রয়োজনে বা রিজার্ভ বৃদ্ধির জন্য বাজার দরে বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয়ের প্রয়োজনে বাজারে অংশগ্রহণ করে। ভাসমান বিনিময় হার প্রবর্তনের পর পর বিনিময় হার আকস্মিকভাবে বৃদ্ধি পেতে পারে বলে বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক মহল আশংকা প্রকাশ করেছিল। সরকারের আর্থিক খাত, বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশীদের দেশে প্রেরিত টাকা এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের সফল ও সুশৃংখল ব্যবস্থাপনার ফলে এ আশংকা অমূলক প্রমাণিত হয়েছে।

বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশীদের বৈধ পন্থায় দেশে অর্থ প্রেরণে উৎসাহিতকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ যেমন, বিদেশে এক্সচেঞ্জ হাউজ স্থাপন ও দেশের অভ্যন্তরে প্রেরিত অর্থ (রেমিট্যান্স) দ্রুত প্রাপকের বরাবরে হস্তান্তর এবং মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের আওতায় অবৈধ হুন্ডি কার্যক্রম প্রতিরোধ ইত্যাদি রেমিটেন্সের আশানুরূপ প্রবৃদ্ধি অর্জনে ভূমিকা রাখে (মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের ধারা বক্স ৫.১ দেখানো হয়েছে)।

বক্স ৫.১ঃ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০০২

মানি লন্ডারিং কর্মকান্ড প্রতিরোধের নিমিত্তে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০০২ সালের এপ্রিল মাসের মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০০২ প্রবর্তন করে; এবং এই আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার স্বার্থে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে। আইনটি প্রনয়ন ও বাস্তবায়নের ফলে মানি লন্ডারিং কর্মকান্ড যথেষ্ট হ্রাস পেয়েছে, ফলশ্রুতিতে প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রেরিত রেমিট্যান্স -এর পরিমানও বিপুলভাবে বেড়েছে যা বাংলাদেশে বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের হার উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বৃদ্ধি করেছে। মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০০২ -এর উল্লেখযোগ্য বিধানগুলি সংক্ষিপ্ত আকারে নীচে বর্ণিত হলঃ

- ''মানি লন্ডারিং'' বলতে বোঝায় অবৈধ পন্থায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আহরিত বা অর্জিত যে কোন প্রকৃতির ও বর্ণনার স্থাবর বা অস্থাবর সম্পদ; বৈধ বা অবৈধ পন্থায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আহরিত বা অর্জিত সম্পদের অবৈধ পন্থায় হস্তান্তর, রূপান্তর, অবস্থানের গোপনকরণ বা উক্ত কাজে সহায়তা করা;
- মানি লন্ডারিং অপরাধ দমন ও প্রতিরোধের দায়িত্ব বাংলাদেশ ব্যাংকের;
- আদালত এই আইনের অধীন অপরাধের জন্য নির্ধারিত দন্ড আরোপ এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে তদন্তাদেশ, অবরুদ্ধকরণাদেশ, ক্রোকাদেশ, অর্থদন্ড এবং ক্ষতিপূরণ আদেশসহ অন্যান্য আদেশ প্রদান করতে পারবে;
- অন্য কোন আইনে যা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন দন্ডনীয় সকল অপরাধ বিচারার্থে গ্রহণীয়;
- কোন ব্যক্তি মানিলন্ডারিং এর সাথে কোনভাবে জড়িত থাকলে তিনি অপরাধ করেছেন বলে গণ্য হবেন;
- অপরাধের জন্য সংশ্লিষ্ট অপরাধী অন্যূন ছয় মাস এবং অনধিক সাত বৎসর কারাদন্ডে দন্ডনীয় হবেন এবং অপরাধের সহিত জড়িত অর্থের অনধিক দ্বিগুন অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হবেন।

২০০৩-০৪ অর্থবছরের নয় মাসে (জুলাই-মার্চ) মোট প্রেরিত অর্থের পরিমাণ দাঁড়ায় ২,৫০৩ মিলিয়ন ডলার যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ২৫৬.২ মিলিয়ন ডলার বা ১১.৪% বেশি । পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, সরকার গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের ফলে রপ্তানি আয়ের প্রবৃদ্ধি এবং রেমিট্যান্সের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি অব্যাহত থাকায় ২০০১ সালের পর বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের স্থিতির পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এপ্রিল ২০০৪ এর শেষে রিজার্ভের স্থিতি ২,৭৪৭ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়ায়, ৩০ জুন, ২০০৩ এ যা ছিল ২,৪৭০ মিলিয়ন ডলার ।

সারণি ৫.৬ঃ বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ

বছর	বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)
৩০.০৬.২০০১	১৩০৭
৩০.০৬.২০০২	১৫৮৩
৩০.০৬.২০০৩	২৪৭০
২৯.০৪.২০০৪	২৭৪৭

উৎস ঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ৫.৭ঃ মার্কিন ডলার-টাকার গড় বিনিময় হার

অর্থবছর/তারিখ	গড় বিনিময় হার
২০০১/০২	৫৭.৪৩
২০০২/০৩	৫৭.৯০
২০০৩-০৪ (জুলাই-মার্চ)	৫৮.৬২
২৯ এপ্রিল, ২০০৪	৫৯.০০

উৎস ঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

বাজার ভিত্তিক ভাসমান বিনিময় হার প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে বিদ্যমান বিনিময় হার ছিল ডলার প্রতি ৫৮.৫০ টাকা। নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তনের পর প্রথম কয়েক দিন ডলারের মূল্য ৫৮.৭০ টাকায় উন্নীত হলেও সরকারের সুবিবেচনাপ্রসূত মুদ্রানীতিমালা তাৎক্ষণিক ও সুষ্ঠু বাস্তবায়নের ফলে সপ্তাহ কালের মধ্যেই পূর্ববর্তী পর্যায়ে নেমে এসে স্থিতিশীল হয়। এপ্রিল ২০০৪ এর শেষে এ আন্তব্যাংক বিনিময় হার ছিল ডলার প্রতি টাকা ৫৯.০০।

আর্থিক বাজার ব্যবস্থাপনা (Financial Market Management)

আর্থিক বাজার মূলত: ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং পুঁজিবাজার নিয়ে গঠিত। বাংলাদেশের আর্থিক বাজারের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র সারণি ৫.৮ - এ দেয়া হলো।

সারণি ৫.৮ঃ একনজরে বাংলাদেশের আর্থিক বাজার

ব্যাংক ও অনান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান	পুঁজি বাজার
রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক (৪টি)	ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই)
সরকারি মালিকানাধীন বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠান (৫ টি)	চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (সিএসই)
বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক (৩০টি)	
বিদেশি মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক (১০টি)	
অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান (২৮ টি)	

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক ও সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন; (এপ্রিল ২০০৪ পর্যন্ত)।

ব্যাংকিং খাত ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ অর্থনীতিতে গতিসঞ্চারের মাধ্যমে একে সচল রাখে। ব্যাংকগুলো সংগৃহীত আমানতকে উৎপাদনমুখী বিনিয়োগে রূপান্তর করে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বাজার অর্থনীতি ও বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে অতি দ্রুতহারে আর্থিক মধ্যসত্ত্বায়নের (intermidiation) জন্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ তীব্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হচ্ছে। এ কারনে উন্নয়নে ব্যাংকিং খাতের ভূমিকা সমুন্নত রাখতে বর্তমান সরকার এই খাতে সময়োপযোগী প্রয়োজনীয় সংস্কার কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে।

ব্যাংকিং খাত

বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতে চার ধরনের তফসিলি ব্যাংক অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। এপ্রিল ২০০৩-২০০৪ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে মোট ৪৯টি তফসিলি ব্যাংক ৬,২৩০টি শাখার মাধ্যমে তাদের কর্মকান্ড পরিচালনা করছে । এসব ব্যাংকের মধ্যে, রাষ্ট্রায়ত্ত খাতে ৪টি বাণিজ্যিক ব্যাংক ও ৫টি বিশেষায়িত ব্যাংক, ৩০টি স্থানীয় বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং ১০টি বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংক অন্তর্ভুক্ত আছে । দেশে স্থানীয় বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকের মধ্যে ৫টি এবং বিদেশি ব্যাংকের মধ্যে ১টি সহ মোট ৬টি ইসলামি ব্যাংক রয়েছে। বাংলাদেশে কার্যরত তফসিলি ব্যাংকসমূহের ৩,৬৯৯টি শাখা (মোট ব্যাংক শাখার ৫৯.৩৭%) মফস্বলে/ গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত। মোট ব্যাংক শাখার মধ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকের শাখা ৩,৩৯০টি, বেসরকারি ব্যাংকের শাখা ১,৪৮৮টি, বিদেশি ব্যাংকের শাখা ৩৪টি এবং বিশেষায়িত ব্যাংকের শাখা ১,৩১৮টি। এছাড়াও বাংলাদেশে ১টি জাতীয় সমবায় ব্যাংক, ১টি আনসার ভিডিপি ব্যাংক, ১টি কর্মসংস্থান ব্যাংক ও ১টি গ্রামীণ ব্যাংক রয়েছে । রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকের শাখা সুষমকরণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের আওতায় ৩১শে মার্চ, ২০০৪ পর্যন্ত ১৫৮টি শাখা একীভূতকরণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে । ২০০৩ এর শেষে বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থার অবকাঠামো ব্যাংকের ধরন অনুসারে সারণি ৫.৯ - এ উপস্থাপন করা হলো।

সারণি ৫.৯ঃ ২০০৩ এর শেষে বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থার অবকাঠামো

ব্যাংকের ধরন	ব্যাংকের সংখ্যা	শাখার সংখ্যা মোট	সম্পদের শতকরা অংশ	মোট আমানতের শতকরা অংশ
রাষ্ট্রায়ত্ত	৪	৩৩৯১	৪২.৮৫	৪৬.০৪
বিশেষায়িত	৫	১৩১৪	৭.৫৭	৫.৪৯
বেসরকারি	৩০	১৪৮২	৩৯.৪৬	৪১.০৬
বিদেশি	১০	৩৩	১০.১৮	৭.৪১
মোট	৪৯	৬২২০	১০০	১০০

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক

শাখার বিস্তার - মূলধন পর্যাপ্ততা, সম্পদের গুণগত মান, ব্যয়-আয় অনুপাত প্রভৃতি বিচারে বেসরকারি ব্যাংকসমূহ ও বিদেশি ব্যাংকসমূহ তুলনামূলকভাবে ভাল অবস্থানে থাকলেও শাখার বিস্তার পর্যবেক্ষনে দেখা যায় যে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসমূহে এবং বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহে সাধারন জনগনের অধিকতর প্রবেশগম্যতা (access) রয়েছে। বিদেশি ব্যাংকসমূহের কোন শাখা মফস্বলে/ গ্রামাঞ্চলে নেই। বেসরকারি ব্যাংকসমূহের মোট শাখার মধ্যে মাত্র ২৬ শতাংশ মফস্বলে/ গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত। পক্ষান্তরে সরকারি ব্যাংকসমূহের মোট শাখার প্রায় ৬৩ শতাংশ এবং বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহের মোট শাখার প্রায় ৮৯ শতাংশ মফস্বলে/ গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত।

লেখচিত্র ৫.৩ঃ মফস্বলে/ গ্রামাঞ্চলে ব্যাংকসমূহের শাখার বিস্তার

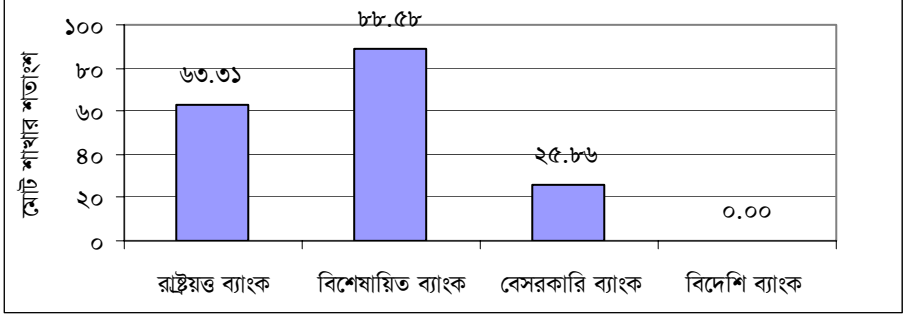

সারণি: ৫.১০: ব্যাংকসমূহের শাখার বিস্তার (নভেম্বর ২০০৩)

ব্যাংকের ধরন	ব্যাংকের সংখ্যা	শাখার সংখ্যা			মোট শাখার সংখ্যার শতাংশে		
		শহরে	মফস্বলে/ গ্রামাঞ্চলে	মোট	শহরে	মফস্বলে/ গ্রামাঞ্চলে	মোট
রাষ্ট্রয়ত্ত্ব ব্যাংক সমূহ	৪	১২৪৪	২১৪৭	৩৩৯১	৩৬.৬৯	৬৩.৩১	১০০
বিশেষায়িত ব্যাংক সমূহ	৫	১৫০	১১৬৩	১৩১৩	১১.৪২	৮৮.৫৮	১০০
বেসরকারি ব্যাংক সমূহ	৩৯	১০৮১	৩৭৭	১৪৫৮	৭৪.১৪	২৫.৮৬	১০০
বিদেশি ব্যাংক সমূহ	১০	৩৩	০	৩৩	১০০.০০	০.০০	১০০

নোট ঃ নভেম্বর ২০০৩ এর হিসাব অনুসারে; উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক

আমানত ও ঋণের পরিমাণ (Deposits and Loans) ঃ জুলাই ২০০৩ হতে ফেব্রুয়ারি ২০০৪ পর্যন্ত আট মাস সময়ে ব্যাংকসমূহের আমানত ও ঋণের পরিমাণ পূর্ববর্তী অর্থ বছরের একই সময়ের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। এসময়ে ব্যাংকসমূহের মোট আমানত পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ৫৯.৯১ বিলিয়ন টাকা (৫.৬২ শতাংশ) বৃদ্ধি পেয়ে ১,১২৫.৮৮ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় । একই সময়ে ব্যাংকসমূহের মোট ঋণের স্থিতিও পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ৬৯.১৯ বিলিয়ন টাকা (৮.৩১ শতাংশ) বৃদ্ধি পেয়ে ৯০১.৮৩ বিলিয়ন টাকায় উন্নীত হয় ।

ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম মূল্যায়ন ও সংস্কার কর্মসূচি

শ্রেণীকৃত ঋণ (Non Performing Loans) ঃ খেলাপি ঋণ ব্যাংকিং খাতের একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা । বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যাংকসমূহের মন্দ ঋণ অবলোপনের নীতিমালা জারি করেছে। এ নীতিমালা অনুযায়ী ঋণ মন্দ/ক্ষতি হিসেবে শ্রেণীকৃত হওয়ার পর ইতোমধ্যে পাঁচ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে এবং ১০০ ভাগ সঞ্চিতি (provision) সংরক্ষিত আছে, এরূপ ঋণ হিসাবসমূহের বিপরীতে ২০০৩ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ৫৪.৩০ বিলিয়ন টাকা ঋণ অবলোপন করা হয়েছে। ঋণ খেলাপির সংস্কৃতি থেকে পরিত্রাণের জন্য যৌক্তিক আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ঋণ শ্রেণীবিন্যাসের নীতিমালা অনুসরণ করায় এবং সরকারের অব্যাহত প্রচেষ্টা ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিবিড় তত্ত্বাবধানের ফলশ্রুতিতে খেলাপি ঋণ আদায়ে যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। এর ফলশ্রুতিতে শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণের হার ক্রমশঃ হ্রাস পাচ্ছে। ব্যাংক ব্যবস্থায় শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণের হার ২০০১ -এ ছিল মোট ঋণ স্থিতির ৩১.৪৯ শতাংশ, যা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়ে ২০০৩ -এ দাঁড়িয়েছে ২২.১৩ শতাংশে । ব্যাংকসমূহের হিসাব অনুযায়ী রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসমূহে এ হার উল্লিখিত সময়ে ৩৭.০২ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ২৯.০৩ শতাংশে দাঁড়ায় (সারণি ৫.১১) ।

সারণি ৫.১১ঃ ব্যাংকের শ্রেণীভেদে শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণের অবস্থা

(শতকরা হার)

ব্যাংকের ধরন	১৯৯৯	২০০০	২০০১	২০০২	২০০৩ সা
রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক	৪৫.৬২	৩৮.৫৬	৩৭.০২	৩৩.৭৩	২৯.০৩
বিশেষায়িত ব্যাংক	৬৫.০২	৬২.৫৬	৬১.৮	৫৬.১৯	৪৭.৪১
বেসরকারি ব্যাংক	২৭.০৯	২২.০১	১৬.৯৮	১৬.৩৮	১২.৪৩
বিদেশি ব্যাংক	৩.৮	৩.৩৮	৩.৩৩	২.৬১	২.৬৮
মোট	৪১.১১	৩৪.৯২	৩১.৪৯	২৮.০১	২২.১৩

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক; সা = সাময়িক।

আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণ আদায় সম্পর্কিত যাবতীয় মামলা দ্রুততার সাথে নিষ্পত্তির স্বার্থে ''**অর্থ ঋণ আদালত আইন ২০০৩**'' কার্যকর করা হয়েছে। খেলাপি ঋণ আদায় ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক গঠিত ''খেলাপি ঋণ সংক্রান্ত কমিটির'' সুপারিশমালা পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের আদায় কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে প্রবর্তিত এই আইনে ঋণের বিপরীতে রক্ষিত জামানত আদালতের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকেই বিক্রয়ে ব্যাংকসমূহকে ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। এই আইন কার্যকরী হওয়ায় উল্লেখযোগ্য সাড়া পাওয়া গেছে। ৩১শে ডিসেম্বর, ২০০৩ পর্যন্ত মোট ৭৯,৩৬৭টি মামলা দায়ের করা হয়েছে যার মধ্যে ৩৫,৪১২টি মামলা নিষ্পত্তির মাধ্যমে ১,৩৯৮.১৬ কোটি টাকা অনাদায়ী ঋণ আদায় করা সম্ভব হয়েছে। আরো ৪৩,৯৬৫টি মামলা নিষ্পত্তির অপেক্ষায় রয়েছে যা থেকে ১,৪৬৬.৪৮ কোটি টাকা অনাদায়ী ঋণ আদায় সম্ভব। বক্স ৫.২ -এ অর্থ ঋণ আদালত ২০০৩ -এর বর্ণনা দেওয়া হল।

বক্স ৫.২ঃ অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩

অর্থ ঋণ আদালত ২০০৩ এর গুরুত্বপূর্ণ কিছু অংশ সংক্ষিপ্ত আকারে নীচে বর্ণনা করা হলঃ

- অর্থ ঋণ আদালত -"আদালত" বা "অর্থ ঋণ আদালত" অর্থ এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ধারা ৪ এর অধীনে প্রতিষ্ঠিত বা ঘোষিত কোন আদালত অথবা অর্থ ঋণ আদালত হিসাবে গণ্য হবে মর্মে কোন যুগ্ম-জেলা জজের আদালত।
- আদালত প্রতিষ্ঠা -আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মামলার বিচার ও এই আইনের সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রত্যেক জেলায় এক বা একাধিক অর্থ ঋণ আদালত প্রতিষ্ঠা করতে পারবে।
- আদালতের একক এখতিয়ার - আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণ আদায় সম্পর্কিত যাবতীয় মামলা ধারা ৪ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত, ঘোষিত বা গণ্য হওয়া অর্থ ঋণ আদালতে দায়ের করতে হবে এবং উক্ত আদালতেই তাদের নিষ্পত্তি হবে।
- এই আইনের অধীন আর্থিক প্রতিষ্ঠান, স্থাবর সম্পত্তি জামানত স্বরূপ বন্ধক গ্রহণপূর্বক প্রদত্ত ঋণের বিপরীতে উক্ত বন্ধকী স্থাবর সম্পত্তির বিক্রয় (Sale) বা নিষ্ক্রিয় সমাপ্তির (Forclosure) উদ্দেশ্যে The Transfer of Property Act: 1882 (Act: No IV of 1882) এর Section 67 অধীন এবং The code of Civil Procedure, 1908 (Act No. V of 1908) এর Order XXXIV বিধান অনুযায়ী কোন বন্ধকী মামলা (Mortgage suit) দায়ের করতে হবে; এবং এরূপ ক্ষেত্রে Code of Civil Procedure, 1908 এর বিধানসমূহ এ আইনের বিধানসমূহের সাথে, যতদূর সম্ভব, সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রযোজ্য হবে।

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকমূহের লোকসানি শাখাসমূহ পর্যায়ক্রমে যৌক্তিকীকরণ ও একীভূত করার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। খেলাপি ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে উপরোক্ত পদক্ষেপসমূহের ইতিবাচক প্রভাব ইতোমধ্যেই প্রতিফলিত হয়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসমূহের ব্যয়-আয় অনুপাতও যথেষ্ট উন্নত হয়েছে ।

সম্পদের গুণগত মান (Asset Quality)ঃ নব্বুই দশকের আগে বাণিজ্যিক খাতকে প্রাধান্য না দিয়ে বিশেষায়িত খাতে ঋণ প্রদানের ফলে রাষ্ট্রায়ত্ত ও বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহের শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। দুর্বল মূল্যায়ন, তদারকি ও তত্ত্বাবধান এর ফলে রাষ্ট্রায়ত্ত ও বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহের বিতরণকৃত ঋণসমূহের বৃহদাংশ মন্দঋনে পর্যবসিত হয়েছে। এছাড়া, অপর্যাপ্ত জামানত ও আইনগত বাধার কারণে ব্যাংকসমূহ তাদের দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত মন্দঋণসমূহ অবলোপন করতে সক্ষম হচ্ছে না। ব্যাংকসমূহের অভ্যন্তরীণ ঋণ আদায় ব্যবস্থা ও প্রক্রিয়া উন্নয়নের ফলে মন্দঋণ আদায়ে উন্নতি সাধিত হয়েছে।

২০০৩ সালে ব্যাংকসমূহের শ্রেণীকৃত ঋণের অবস্থা (সারনি ৫.১১) পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহের মেয়াদি ঋণ সবচেয়ে বেশি শ্রেণীবিন্যাসিত হয়েছিল এবং এর পরের অবস্থান সরকারি ব্যাংকসমূহের যাদের ক্ষুদ্র ও কৃষি ঋণসমূহে শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণের পরিমাণ ছিল অত্যধিক। সরকারি ব্যাংকসমূহের মেয়াদি ঋণের ক্ষেত্রেও শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণের হার ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়েছে, যদিও এ হ্রাসের পরিমাণ ধীরগতি সম্পন্ন।

লেখচিত্র ৫.৪ঃ ব্যাংকসমূহের মূলধন ও ঝুকিভিত্তিক সম্পদের অনুপাত

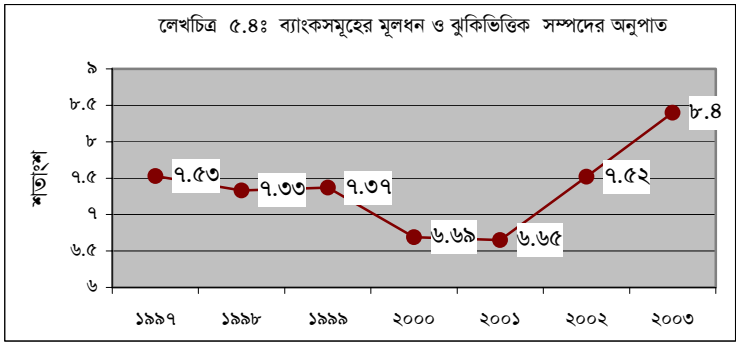

মূলধন পর্যাপ্ততা (Capital Adequacy) ঃ ব্যাংকসমূহের জন্য কমপক্ষে শতকরা ৯.০০ ভাগ মূলধন পর্যাপ্ততা সংরক্ষণ করার বিধিবিধান চালু করা হয়েছে যার মধ্যে মুখ্য মূলধন (Core capital) হবে ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের কমপক্ষে শতকরা ৪.৫০ ভাগ। বিগত বছরসমূহের পরিস্থিতি বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, বেসরকারি ও বিদেশি ব্যাংকগুলো ন্যূনতম মূলধন সংরক্ষণ করতে সক্ষম হলেও সরকারি ও বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহ

প্রয়োজনীয় মূলধন সংরক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে সক্ষম হয়নি। লেখচিত্র ৫.৪ - এ দেখা যায় যে ১৯৯৭ সাল থেকে ব্যাংকিং খাতের মূলধন পর্যাপ্ততার অনুপাত নিম্নমুখী যা ২০০১ এ ছিল শতকরা ৬.৬৫ ভাগ। ২০০২ এবং ২০০৩ এ মূলধন পর্যাপ্ততার অনুপাত আরো বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে শতকরা ৭.৫২ এবং ৮.৪০ ভাগে উন্নীত হয়েছে।

নীট সুদ আয় (Net Interest Income) ঃ ব্যাংকিং খাতের নীট সুদ আয় বরাবর ধনাত্নক থাকলেও রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর নীট সুদ আয় বিগত ৪ বছর যাবত ঋণাত্নক ছিল। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর নীট সুদ আয় ১৯৯৯ সালের ৩.১১ বিলিয়ন টাকা হতে হ্রাস পেয়ে ২০০১ অর্থবছরে ছিল ঋণাত্নক ১.৭৯ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় (সারনি ৫.১২)। তবে ২০০২ অর্থবছর হতে এ অবস্থার উন্নতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ২০০২ ও ২০০৩ অর্থবছরে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর নীট সুদ আয় ছিল যথাক্রমে ঋণাত্নক ১.৪৬ বিলিয়ন টাকা এবং ঋণাত্নক ০.২৯ বিলিয়ন টাকা। বিশেষায়িত ব্যাংকগুলোর ক্ষেত্রে নীট সুদ আয় ১৯৯৯ সালে ঋণাত্নক থাকলেও ২০০২ ও ২০০৩ অর্থবছরে যথাক্রমে ১.৩৭ বিলিয়ন টাকায় ও ১.২৮ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। পক্ষান্তরে, বিগত বছরগুলোতে বেসরকারি ও বিদেশি ব্যাংকগুলোর নীট সুদ আয় উর্ধবমুখী ধারা প্রদর্শন করে আসছে। ২০০৩ অর্থবছরে ব্যাংকগুলোর নীট সুদ আয় ১৬.৬৩ বিলিয়ন টাকা যার মধ্যে ১৫.৬৪ বিলিয়ন টাকা বেসরকারি ও বিদেশী ব্যাংকগুলোর নীট সুদ আয়। এই উচ্চ নীট সুদ আয়ের কারন হিসাবে দেখা যায় বেসরকারি ও বিদেশি ব্যাংকগুলো তাদের ঋণ ও অগ্রিম খাতে অধিক হারে সুদ ধার্য করেছে, পক্ষান্তরে আমানতকারীদেরকে তুলনামূলক কম সুদ প্রদান করেছে।

সারনি ৫.১২ঃ ব্যাংক ব্যবস্থার নীট সুদ মার্জিন

(বিলিয়ন টাকায়)

ব্যাংকের ধরন	১৯৯৯	২০০০	২০০১	২০০২	২০০৩ সা
রাষ্ট্রায়ত্ত	৩.১১	-১.২১	-১.৭৯	-১.৪৬	-০.২৯
বিশেষায়িত	-০.১১	০.৯৬	২.৬৬	১.৩৭	১.২৮
বেসরকারি	২.৯৭	৬.১১	৯.২১	১০.১৭	১২.০১
বিদেশি	১.৭৮	২.৫৪	৩.২৭	৩.৩৮	৩.৬৩
মোট	৭.৭৫	৮.৪	১৩.৩৫	১৩.৪৬	১৬.৬৩

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক; সা = সাময়িক

পরিচালনগত দক্ষতা (Operational Efficiency): - আয়ের বিপরীতে উচ্চ ও ক্রমাবর্ধমান ব্যয় হার পরিচালনগত অদক্ষতা প্রকাশ করে যা দূর্বল ব্যবস্থাপনার কারণে সৃষ্টি হয়ে থাকে। সারণি ৫.১৩ হতে দেখা যায় যে, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসমূহের এবং বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহের মোট ব্যয়-আয় অনুপাত অত্যন্ত বেশি। বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহের মোট ব্যয়-আয় অনুপাত ১৯৯৮ এবং ২০০০ সালে ছিল যথাক্রমে শতকরা ১৮০.৩৭ ভাগ ও ১৭৫.২৬ ভাগ। বিশেষায়িত ব্যাংকগুলো তাদের আয় হিসাবকে বিকলন করে শ্রেণীকৃত ঋণের বিপরীতে প্রয়োজনীয় প্রভিশন সংরক্ষণ করার কারণে ব্যয়-আয়ের এ অনুপাত উচ্চ ছিল। পরবর্তিকালে অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয় এবং ২০০২ এবং ২০০৩ সালে এ অনুপাত যথাক্রমে শতকরা ৯৫.৯৪ ভাগ এবং ৯১.১৩ ভাগে নেমে আসে। প্রতি বছর চলতি মুনাফা থেকে পূর্ববর্তী বছরসমূহের সৃষ্ট পুঞ্জীভূত লোকসানসমূহ সমন্বয় করা হচ্ছে। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসমূহের ব্যয়-আয় অনুপাত ১৯৯৯ সালে শতকরা ১০০ ভাগ অতিক্রম করলেও ২০০৩ সালের শেষে তা শতকরা ৯১.৩৬ ভাগে নেমে এসেছে। অতিরিক্ত প্রশাসনিক ব্যয়, শ্রেণীকৃত ঋণসমূহের অর্জিত সুদসমূহ স্থগিতকরণ এবং আয় থেকে প্রভিশন ঘাটতিপূরণ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসমূহের উচ্চ ব্যয়-আয় অনুপাতের মূল কারণ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

সারণি ৫.১৩ঃ সকল ব্যাংকের ব্যয়-আয় অনুপাত

শতকরা হার

ব্যাংকের ধরন	১৯৯৯	২০০০	২০০১	২০০২	২০০৩ সা
রাষ্ট্রায়ত্ত	১০০.৫২	৯৯.৩৮	৯৯.০১	৯৮.৪৬	৯১.৩৬
বিশেষায়িত	১৪৫.২১	১৭৫.২৬	৮৯.০৫	৯৫.৯৪	৯১.১৩
বেসরকারি	৯০.৪২	৯০.৮	৮৮.০৯	৯১.৯৩	৭৪.০০
বিদেশি	৬৭.৩৬	৭৭.৬৮	৭৫.৭১	৭৮.৩৩	৬০.১৭
মোট	৯৬.৬৪	৯৯.৯৪	৯১.১৫	৯৩.২৬	৭৯.০১

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক; সা = সাময়িক

ক্যামেল (CAMEL) রেটিং : নব্বই দশকের মাঝামাঝি শ্রেণীভুক্ত (classified) ৭টি 'সমস্যাপীড়িত ব্যাংক' (Problem Bank) এর মধ্যে অদ্যাবধি ৪ বা ৫ রেটিং প্রাপ্ত ৪টি বেসরকারি বাণিজ্যিক সমস্যাপীড়িত ব্যাংকের আওতাধীন রয়েছে। এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরনের জন্য সমস্যাপীড়িত ব্যাংকগুলির কার্যক্রম কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক নিবিড় তত্ত্বাবধান ও তদারক করা হয়। আর্থিক অবস্থা উন্নত হওয়ার কারণে ২০০০ ও ২০০১ সালে ২টি এবং জুন ২০০৩ এ আরো ১টি ব্যাংককে প্রবলেম ব্যাংকের তালিকা থেকে অবমুক্ত হয় । ২০০২ সালের শেষে ৯টি ব্যাংকের ক্যামেল রেটিং ছিল ১ বা শক্তিশালী, ২১টি ব্যাংকের রেটিং ছিল ২ বা সন্তোষজনক। ৭টি ব্যাংকের রেটিং ছিল ৩ বা মোটামুটি ভাল পর্যায়ে, ১০টি ব্যাংকের রেটিং ছিল ৪ বা প্রান্তিক পর্যায়ে এবং অবশিষ্ট ২টি ব্যাংকের রেটিং ছিল ৫ বা অসন্তোষজনক। ৪টি সরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে ৪টিরই রেটিং ছিল ৪ বা প্রান্তিক পর্যায়ের ।

অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান (Non Bank Financial Institutions)

ব্যাংকিং খাত ছাড়াও আরোও কতিপয় অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের শিল্প, বাণিজ্য, গৃহায়ণ, তথ্য প্রযুক্তি ইত্যাদি খাতে অর্থায়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে । ২০০৩-২০০৪ অর্থ বছরের ৩১ মার্চ পর্যন্ত বাংলাদেশে লাইসেন্স প্রাপ্ত অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ২৮টি। এই আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ৩০শে জুন, ২০০৩ পর্যন্ত পরিশোধিত মূলধন ও রিজার্ভের পরিমাণ ৯.৮৬ বিলিয়ন টাকা। ফেব্রুয়ারি, ২০০৪ পর্যন্ত দেশে কার্যরত আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বিভিন্ন খাতে ব্যবসায়িক বিনিয়োগের পরিমাণ ৩৮.২৫ বিলিয়ন টাকা। ডিসেম্বর ২০০০ থেকে তফসিলি ব্যাংকগুলোর ন্যায় আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ ও লীজের ক্ষেত্রেও শ্রেণীকরণ এবং প্রভিশনিং এর নিয়ম চালু হয়েছে । ঋণ পরিস্থিতির পর্যালোচনা ও আদায় জোরদারকরণের মাধ্যমে এই প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালি ও কার্যকর করে তোলাই এর মূল লক্ষ্য।

কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য খাতে অর্থায়ন

কৃষি খাতের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কৃষিখাতের এবং পল্লী অঞ্চলের ভূমিকা সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে সরকার রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসমূহের মাধ্যমে কৃষি ঋণ বিতরণ কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। কৃষিসহ পল্লী অর্থনীতিতে পর্যাপ্ত ঋণযোগান বজায় রাখার জন্য ২০০৩-২০০৪ অর্থবছরে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, চারটি রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক, বিআরডিবি এবং বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ এর মাধ্যমে ৪,৩৮৮.৯৪ কোটি টাকা ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে মার্চ ২০০৪ পর্যন্ত ২,৪৪৯.৪৪ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে যা পূর্ববর্তী বছরের বিতরণের চেয়ে ১১.৭ শতাংশ বেশি।

বাংলাদেশে সামষ্টিক উন্নয়নের কাঙ্খিত গতিশীলতা অর্জনে দ্রুত শিল্পায়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। সরকার বৃহৎ শিল্পের পাশাপাশি মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসারেও উৎসাহ প্রদান করে আসছে। ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ শিল্পঋণ বিতরণ ও অন্যান্য সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে সরকারের এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে। ২০০৩-২০০৪ অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে (জুলাই ২০০৩ থেকে মার্চ ২০০৪ পর্যন্ত) শিল্পখাতে মেয়াদি ঋণের বিতরণ পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে বিতরণকৃত মেয়াদি ঋণের তুলনায় ৭৬.৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য খাতে অর্থায়নের পাশাপাশি দারিদ্র বিমোচন খাতে সীমিত পরিসরে ঋণ প্রদান শুরু করেছে।

ব্যাংকিং, মুদ্রা ও ঋণ নীতির ক্ষেত্রে গৃহীত সংস্কারমূলক পদক্ষেপ

আন্তর্জাতিক মানের ব্যাংক ব্যাবস্থা গড়ে তোলা এবং দেশের সামগ্রিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার ভিত্তি আরও মজবুত, সুদৃঢ় ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমান অর্থবছরে গৃহীত এরূপ কতিপয় কর্মসূচি সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হল ঃ

আইনগত সংস্কার ঃ ২০০২-০৩ অর্থবছরে বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার (সংশোধন) ২০০৩, ব্যাংক কোম্পানি (সংশোধন) আইন ২০০৩ এবং বাংলাদেশ ব্যাংকস্ (জাতীয়করণ) অর্ডার (সংশোধন) আইন, ২০০৩ প্রবর্তন করা হয়েছে । বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার (সংশোধন) আইন, ২০০৩ জারীর মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে অধিকতর স্বায়ত্তশাসন দেয়া হয়েছে। ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১ সংশোধন করে ব্যাংক কোম্পানির ব্যবস্থাপনা ও ভোক্তাস্বার্থ রক্ষার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকস (জাতীয়করণ) অর্ডার (সংশোধন) আইন, ২০০৩ সংশোধনের মাধ্যমে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসমূহের প্রয়োজনীয় মূলধন ব্যাংক কোম্পানি আইনের বিধান অনুযায়ী সংরক্ষণের নীতি প্রবর্তন এবং সরকার কর্তৃক রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা

পরিচালক ও উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক নিয়োগ ও অপসারণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে পরামর্শ করার বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করা হয়েছে। এ সকল সংস্কারের ফলে অভ্যন্তরীণ সুশাসন ও দক্ষতা বৃদ্ধিও মাধ্যমে ব্যাংকিং খাত আরো শক্তিশালী ও গতিশীল হয়ে উঠবে বলে আশা করা যায়।

তহবিল ও তারল্য ব্যবস্থাপনাঃ বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর সুষ্ঠু তহবিল ব্যবস্থাপনা, মুদ্রা বাজার জোরদারকরণ এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক কার্যকরী তারল্য ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে ২ জুলাই ২০০২ থেকে ব্যাংক ও অর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য পুন:ক্রয় চুক্তি (Repo) সুবিধা চালু করা হয়। ৩ মে ২০০৩ তারিখ থেকে বিপরীত পুনঃক্রয় (Reverse Repo) ব্যবস্থাও চালু করা হয়েছে।

উল্লেখিত কার্যক্রম ছাড়াও মুদ্রা ও ঋণ বাজারের ব্যাপ্তি, গভীরতা ও দক্ষতা উন্নয়নে ২০০৩-০৪ অর্থবছরে গৃহীত ও বাস্তবায়িত বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কতিপয় কার্যক্রম নিম্নে বর্ণিত হলঃ

তারল্য ব্যবস্থাপনা ঃ

- জুলাই ২০০৩ থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের সংগে রিপো ও রিভার্স রিপোর প্রাত্যহিক নিলামের পাশাপাশি আন্তঃব্যাংক রিপো কার্যক্রম সকল কার্যদিবসে সার্বক্ষনিকভাবে উন্মুক্ত রাখার ঘোষণা;
- নভেম্বর ২০০৩ এর শুরু থেকে ব্যাংক রেট ৬ শতাংশ থেকে ৫ শতাংশে হ্রাস, ব্যাংকগুলোর সরকারি সিকিউরিটিজে রক্ষণীয় তরল সম্পদের মাত্রা ২০ শতাংশ থেকে ১৬ শতাংশে হ্রাস;
- ১০ জানুয়ারি ২০০৪ থেকে সকল পণ্যের রপ্তানি ঋণের সুদ পূর্ববর্তী শতকরা ৭-১০ ভাগ সুদহার ব্যান্ডের পরিবর্তে শতকরা ৭ ভাগ একক হারে পূনর্নির্ধারণ;
- নতুন ৫ ও ১০ বছর মেয়াদি সরকারি ট্রেজারি বন্ড একমাস অন্তর অন্তর নিলামের ব্যবস্থা ডিসেম্বর ২০০৩ থেকে প্রবর্তন; ৫ বছর মেয়াদি ট্রেজারি বিলের সাপ্তাহিক নিলাম ১০ মার্চ ২০০৪ থেকে রহিতকরণ;
- নভেম্বর ২০০৩ থেকে সিডিবিএল এর ইলেকট্রনিক রেজিস্ট্রির মাধ্যমে সরকারি ট্রেজারি বিল ও বন্ডের ইস্যু ও ক্রয়-বিক্রয় প্রবর্তন;
- সরকারি ট্রেজারি বিল ও বন্ডের ইস্যু পরবর্তী ক্রয়-বিক্রয়ের সেকেন্ডারি মার্কেট সক্রিয়করণের লক্ষ্যে ৮টি ব্যাংক ও একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে প্রাইমারি ডিলারের ভূমিকায় নিয়োগ দান;

ব্যাংকিং ঃ

- বেসরকারি ব্যাংকগুলোয় পরিচালনা পর্ষদ ও নির্বাহী প্রধানের এখতিয়ার, দায়-দায়িত্ব ও জবাবদিহিতার পুনর্নির্দেশ ও স্পষ্টীকরণ;
- রাষ্ট্রায়ত্ত বানিজ্যিক ব্যাংক গুলোয় যাতে নতুন খেলাপি ঋণের উদ্ভব না হয় সে লক্ষ্যে ঋণের প্রবৃদ্ধি বার্ষিক শতকরা পাঁচভাগে সীমিতকরণ, একক ঋণগ্রহীতাকে প্রদেয় ঋণ ব্যাংকের পরিশোধিত মূলধনের অনধিক শতকরা পাঁচভাগে নির্ধারণ, মূলধন ব্যয়, কর্মী ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে পালনীয় অনুশাসন সমেত সমঝোতা স্মারক পরিচালনা পর্ষদ দ্বারা সম্পাদন করানো;
- ব্যাংকিং ব্যবস্থার সংস্থার কর্মসূচির অংশ হিসাবে সরকার রূপালী ব্যাংক ব্যক্তিমালিকানায় হস্তান্তরের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও বাকী তিনটি রাষ্ট্রায়াত্ত ব্যাংকের ব্যবস্থাপনার মান্নোয়নেরও উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগে অল্প অংকের ঋণ বৃহৎ সংখ্যায় বিতরণ ও ব্যবস্থাপনায় ব্যাংকগুলোর সামর্থ্য সৃষ্টির লক্ষ্যে গাইড লাইন প্রণয়নের জন্য আন্তঃব্যাংক ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন। এ ধরণের উদ্যোগে নতুন ঋণ বিতরণের বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে পুনঅর্থায়নের ব্যবস্থা ২মে ২০০৪ থেকে প্রবর্তন;

পুঁজিবাজার (Capital Market) :

১৯৯৩ সনের ৮ই জুন সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ জারির মাধ্যমে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (SEC বা এসইসি) গঠন করা হয়। সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনের মূল দায়িত্বের মধ্যে রয়েছে ঃ সিকিউরিটির যথার্থ ইস্যু নিশ্চিতকরণ; সিকিউরিটিতে বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণ; পুঁজিবাজারের উন্নয়ন ও সিকিউরিটি বাজারের নিয়ন্ত্রণ। এ লক্ষ্যসমূহ এবং বিধান দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য কার্যাবলী সম্পাদনে কমিশন বিভিন্নমুখী প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তবে জাতীয়

আয়ের আকার এবং উন্নয়নমূখী বিনিয়োগের প্রয়োজনের তুলনায় এখনো বাংলাদেশে পুঁজিবাজারের ভূমিকা অত্যন্ত সীমিত। বাংলাদেশে বর্তমানে দুটি স্টক এক্সচেঞ্জ রয়েছে ঃ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) এবং চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (সিএসই)। ডিএসই এবং সিএসই আইনগতভাবে স্ব-শাসিত অলাভজনক প্রতিষ্ঠান।

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের তালিকাভূক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা ২০০৩ সালের জুন মাসের ২৬০টি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৪ সালের মার্চ মাসে ২৬৭ টিতে দাঁড়ায় । মার্চ ২০০৪ শেষে সকল সিকিউরিটিজের ইস্যুকৃত মূলধন ও ডিবেঞ্চারের পরিমাণ ৪,৭২৩.৩০ কোটি টাকা, যা জুন ২০০৩ এর ৩,৬০৮.১০ কোটি টাকার তুলনায় ৩০.৯১% বেশি।

সারণি ৫.১৪ঃ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সিকিউরিটিজ লেনদেনের সংক্ষিপ্ত বিবরণি

পঞ্জিকা বছর/ মাস শেষে	তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা	আইপিও	ইস্যুকৃত মুলধন এবং ডিবেঞ্চার (কোটি টাকায়)	মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন (কোটি টাকায়)	টার্ণ ওভার (কোটি টাকায়) (বছর/মাস ব্যাপি)	সার্বিক ভারিত গড় শেয়ার মূল্যসূচক
১৯৯৫	২০১	২৪	১৯৮৩.৯৮	৫৬৫১.৮১	৬৩৮.০০	৮৩৫.০০
১৯৯৬	২০৫	২৪	২৩০৫.২৪	১৬৮১০.৬২	৩০১৩.৩০	২৩০০.১৫
১৯৯৭	২২২	১২	২৮২০.৭৮	৭১৩০.১৬	১৭৪০.৩৪	৭৫৬.৭৮
১৯৯৮	২২৮	৬	২৮৬২.৫৭	৫০২৫.৪০	৩৪৩৬.৮৪	৫৪০.২২
১৯৯৯	২৩২	১১	২৮৭৭.৪৬	৪৪৭৮.১২	৩৮৯৬.৪৪	৪৮৭.৭৭
২০০০	২৪১	৭	৩১১৯.২০	৬২৯২.৪০	৪০৩৬.৪৮	৬৪২.৬৮
২০০১	২৪৯	১১	৩৩৪৫.৪৩	৬৫২২.২৮	৩৯৮৬.৯৩	৮১৭.৭৯
২০০২	২৬০	৮	৩৫২০.৩০	৭১২৬.২০	৩৪৯৮.৪৯	৮২২.৩৪
২০০৩	২৬৭	১৪	৪৬০৫.৫০	৯৭৫৮.৭০	১৯১৫.২১	৯৬৭.৮৮
২০০৪						
জানুয়ারি	২৬৮	-	৪৬৬৭.৫০	৯৭৫২.২০	১৮৭.৭০	৯৬১.১৮
ফেব্রুয়ারি	২৬৮	-	৪৭২৩.৪০	৯৭৮৬.৯০	৮৩.৫৭	৯৫৩.৮১
মার্চ	২৬৭	-	৪৭২৩.৪০	১০০৪২.৯০	১৬৪.১৬	৯৭৩.৮৮

উৎসঃ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ

* ২৪শে নভেম্বর, ২০০১ তারিখ হতে সার্বিক শেয়ার মূল্যসূচক ভারিত গড় (weighted average) পদ্ধতিতে গণনা করা হচ্ছে। পূর্বে ডিএসইতে সূচকের ভিত্তি ছিল ১০০।

* ৯ ডিসেম্বর, ২০০৩ ইং হতে ভারিত গড় সূচক প্রত্যাহার করে সার্বিকভাবে সাধারণ শেয়ার মূল্যসূচক পদ্ধতিতে (Z-গ্র"প বাদ দিয়ে) গণনা করা হচ্ছে।

মার্চ ২০০৪ পর্যন্ত ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সকল সিকিউরিটিজের মোট মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের পরিমাণ দাঁড়ায় মোট ১০,০৪২.৯০ কোটি টাকা, যা জুন ২০০৩ শেষে ৭,২৯৯.৮০ কোটি টাকার তুলনায় ৩৭.৫৮% বেশি। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সাধারণ শেয়ার মূল্যসূচক ২০০৩ সালের জুন শেষে ৮৩০.৪৬ ছিল যা মার্চ ২০০৪ এ ৯৭৩.৮৮ তে দাঁড়ায় ।

লেখচিত্র ৫.৫ ঃ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের শেয়ার মূল্যসূচক

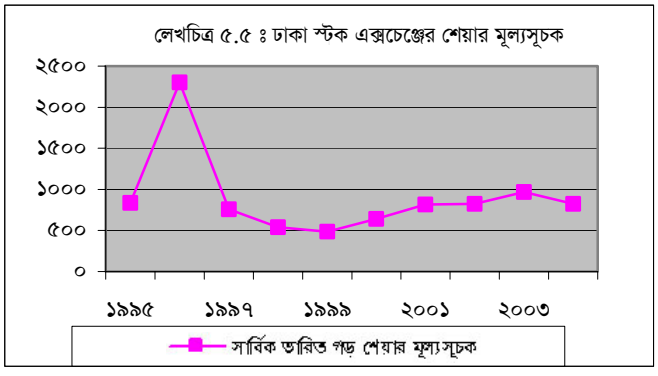

চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ

চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের তালিকাভূক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা জুন ২০০৩ মাসের ১৯৫ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে মার্চ ২০০৪ এ ২০০ টিতে দাঁড়িয়েছে। উক্ত এক্সচেঞ্জের তালিকাভূক্ত সকল সিকিউরিটিজের ইস্যুকৃত মূলধন ও ডিবেঞ্চারের পরিমান জুন ২০০৩ এর শেষে ৩,১৯০.৬৭ কোটি থেকে ৩৭.০৬% ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৪ সালের মার্চ শেষে ৪,৩৭৩.২৩ কোটি টাকায় দাঁড়ায়।

চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের সকল সিকিউরিটিজের মোট মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের পরিমান জুন ২০০৩ এর ৬,০২০.৮৬ কোটি টাকা থেকে ৪৯.৭৬% শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে মার্চ ২০০৪ এ দাঁড়ায় মোট ৯,০১৬.৮৩ কোটি টাকায়। চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের সাধারণ শেয়ার মূল্যসূচক মার্চ ২০০৪ শেষে ১৬৩০.৯৩ এ দাঁড়ায় যা জুন ২০০৩ শেষে ১,৬৪২.৭৮ ছিল।

লেখচিত্র ৫.৬ ঃ চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের শেয়ার মূল্যসূচক

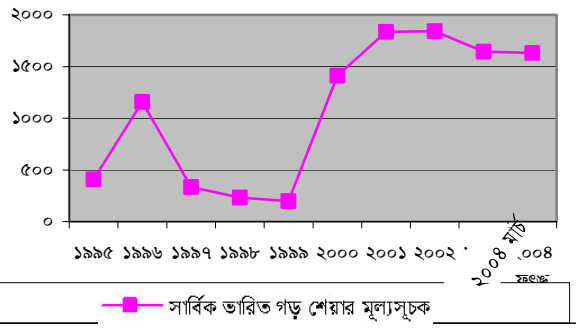

সারণি ৫.১৫ঃ চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের সিকিউরিটিজ লেনদেনের সংক্ষিপ্ত বিবরণি

পঞ্জিকা বছর/ মাস শেষে	তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা	আইপিও	ইস্যুকৃত মুলধন এবং ডিবেঞ্চার (কোটি টাকায়)	মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন (কোটি টাকায়)	টার্ন ওভার (কোটি টাকায়) (বছর/মাস ব্যাপী)	সার্বিক ভারিত গড় শেয়ার মূল্যসূচক
১৯৯৫	৬১		১০৩৬.৮০	২৪১৩.৯০	১.৯৭	৪০৯.৪৩
১৯৯৬	১১৭	১৬	১৮৭২.৬০	১৪৭০৪.৩০	৬০৮.৯০	১১৫৭.৯০
১৯৯৭	১৪১	১৯	২২৭৬.১৪	৫৫৮৩.২৩	৮৫৪.৫১	৩৩২.৯৮
১৯৯৮	১৫০	৬	২৪১৮.০৩	৪১৩৮.২৫	১৪০৩.৬০	২৩২.৮০
১৯৯৯	১৫৯	৯	২৫০৮.০৯	৩৬৫৪.২৪	১১৫৩.৭৯	১৯৭.৮৩
২০০০	১৬৫	৩	২৭২৬.৬০	৫৭৭৬.৫৫	১২৯৩.৩৮	১৪১২.২৫
২০০১	১৭৭	৯	২৯৬৫.২৭	৫৬৩৬.৩৫	১৪৭৯.৬২	১৮৩৬.৮৭
২০০২	১৮৫	৯	৩১০৭.৯৯	৬০৪৬.৭৭	১৩৫৮.৬১	১৮৪১.১৪
২০০৩	১৯৫	১০	৪১৯৬.৭৬	৮৫৩১.২৩	৬৬৮.৮৬	১৬৪২.৭৮
২০০৪						
জানুয়ারি	১৯৮	৩	৪২৮১.৪৪	৮৬৮৯.১৯	৬৬.৩৩	১৫৯৯.৯৬
ফেব্রুয়ারি	২০০	২	৪৩৬২.২৫	৮৭৭৫.৯২	১২.০১	১৫৮৮.৩৮
মার্চ	২০০	০	৪৩৭৩.২৩	৯০১৬.৮৩	১৪.৪৯	১৬৩০.৯৩

উৎস: চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ

২৪শে নভেম্বর, ২০০১ ইং তারিখ হতে সার্বিক শেয়ার মূল্যসূচক ভারিত গড় পদ্ধতিতে গণনা করা হচ্ছে। ২০০০ সাল থেকে সিএসইতে সূচকের ভিত্তি হল ১০০০। পূর্বে সিএসইতে সূচকের ভিত্তি ছিল ১০০।

* ৯ ডিসেম্বর,২০০৩ ইং হতে ভারিত গড় সূচক প্রত্যাহার করে সার্বিকভাবে সাধারণ শেয়ার মূল্যসূচক পদ্ধতিতে (Z-গ্রুপ বাদ দিয়ে) গণনা করা হচ্ছে। ২০০০ সাল থেকে সিএসইতে সূচকের ভিত্তি ১০০০।

পুঁজিবাজারের বিভিন্ন সমস্যা ও সংস্কারমূলক পদক্ষেপ

একটি দেশের উন্নয়ন পরিস্থিতি মূল্যায়নের একটি স্বীকৃত মাপকাঠি হলো সেদেশের পুঁজিবাজারের উন্নয়নের মাত্রা। বিভিন্ন দেশে বেসরকারি খাত উন্নয়নের অর্থায়নে পুঁজিবাজার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বাংলাদেশে বেসরকারি খাত উন্নয়নে প্রাধান্য দেয়া হলেও পুঁজিবাজার এখনো একটি দক্ষ এবং সুষ্ঠু বিনিয়োগ ক্ষেত্র হিসাবে নির্ভরযোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি। সামষ্টিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে এর অবদান এখনো অত্যন্ত সীমিত। ২০০২-২০০৩ অর্থবছরেও পুঁজিবাজারে আশানুরূপ গতি অর্জন করা সম্ভব হয়নি। এর কারণগুলোর মধ্যে অন্যতম হলঃ আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির নেতিবাচক প্রভাব; কতিপয় তালিকাভুক্ত কোম্পানি কর্তৃক লভ্যাংশ ঘোষণা করা সত্ত্বেও তা পরিশোধ না করে বিভিন্ন অজুহাতে আদালতের স্থগিতাদেশ গ্রহণ; কতিপয় তালিকাভুক্ত কোম্পানী কর্তৃক সময়মতো বার্ষিক সাধারণ সভা (Annual General Meeting, AGM) না করা কিংবা AGM J Book Closer -এর ঘোষণা করে তা পরবর্তীকালে পরিবর্তন করা।

আইনী দীর্ঘসূত্রতা পরিহারের লক্ষ্যে বিভিন্ন বিষয় কমিশনের বিবেচনাধীন রয়েছে। যেমন, পুঁজিবাজার সংক্রান্ত মামলাসমূহ, বিশেষতঃ শেয়ার কেলেংকারি মামলা দ্রুত-নিষ্পত্তির নিমিত্তে বিশেষ ট্রাইবুনাল গঠন করা, সেশন জজ এর পরিবর্তে সিকিউরিটিজ আইনের মামলা সরাসরি মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের এখতিয়ারভূক্ত করা এবং কমিশনের কোন শাস্তিমূলক আদেশ বা নির্দেশের বিরুদ্ধে মহামান্য আদালত কর্তৃক স্থগিতাদেশ মঞ্জুর করার পূর্বে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কমিশনের বক্তব্য পেশের সুযোগ প্রদান নিশ্চিত করা।

১৯৯৬ সালের শেয়ার বাজারে বিপর্যয়ের প্রেক্ষাপটে, UNDP এবং ADB -এর কারিগরি সহায়তায়, SEC -এর যুগপৎ প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিশালীকরণ ও ক্ষমতায়নের কর্মসূচির আওতায় SEC-এ উপযুক্ত জনবল নিয়োগ এবং পুঁজিবাজারের উন্নয়ন

ও নিয়ন্ত্রণের জন্যে আইনগত কাঠামোর ব্যাপক সংস্কার সাধনের ধারা অব্যাহত রয়েছে। উল্লেখ্য যে, SEC-এর জনবল বৃদ্ধির একটি প্রস্তাব সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন আছে।

UNDP এবং ADB -এর অর্থায়নে পরিচালিত Capital Market Develop Programme কার্যক্রম এর আলোকে SEC এবং IOSCO (International Organizations of Securities Commissions) এর উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে SEC -এর অব্যাহত প্রচেষ্টায় বাজার সংশ্লিষ্ট কাঠামোগত উন্নতির পাশাপাশি পুঁজিবাজার পূর্বের তুলনায় স্বচ্ছ ও সুশৃঙ্খল অবস্থায় রয়েছে এবং অন্তর্নিহিত ঝুঁকি (systemic risk) ক্রমান্বয়ে কমে আসছে। কমিশন ইতোমধ্যে কোম্পানির সুশাসনের লক্ষ্যে বেশ কিছু ব্যবস্থা নিয়েছে। কোন কোন কোম্পানির ক্ষেত্রে External auditor/valuer নিয়োগের ব্যবস্থা নিয়েছে। কমিশন বেশ কয়েকটি কোম্পানির নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণীর ব্যাপারে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য Institute of Chartered Accounts of Bangladesh (ICAB)- কে অনুরোধ জানিয়েছে এবং ICAB কোন কোন ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও গ্রহণ করেছে।

বন্ড মার্কেট

পুঁজিবাজারের পরিপূরক হিসেবে বন্ড মার্কেটের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। তবে বাংলাদেশে এখনও বন্ড মার্কেট সক্রিয় এবং শক্তিশালীভাবে গড়ে ওঠেনি। স্টক এক্সচেঞ্জদ্বয়ে মূলত ইক্যুইটি শেয়ার এবং মিউচ্যুয়াল ফান্ডের লেনদেন হয়ে থাকে। বর্তমানে ৫৪.৪০ কোটি টাকা মূল্যের ৯টি কোম্পানির ডিবেঞ্চার এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত রয়েছে, যা মোট অঙ্কের তুলনায় অত্যন্ত নগন্য। বন্ড ইস্যুতে আগ্রহ সৃষ্টি করার জন্য বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তার আওতায় বন্ড ইস্যু এবং তা পুঁজিবাজারে লেনদেনের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ বিধি প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

পুঁজিবাজার উন্নয়নে সাম্প্রতিক পদক্ষেপসমূহ

একটি দক্ষ এবং সুষ্ঠু বিনিয়োগ ক্ষেত্র হিসাবে স্টক এক্সচেঞ্জের নির্ভরযোগ্যতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার বিবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করছে। সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন পুঁজিবাজারে স্বচ্ছতা আনয়ন ও বিনিয়োগকারীদের স্বার্থসংরক্ষণ সংক্রান্ত কর্মকান্ড এবং বাজার উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ অব্যাহত রেখেছে। নিয়ন্ত্রকারী সংস্থা হিসাবে প্রয়োজনীয় কাঠামো গড়ে তোলা এবং আন্তর্জাতিক মান ও পদ্ধতি প্রবর্তন, প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন প্রতিষ্ঠা, স্টক এক্সচেঞ্জে ইলেক্ট্রনিক ও ইন্টারনেট ট্রেডিং প্রবর্তন, অজড় (demat) ব্যবস্থায় শেয়ার লেনদেনে ডিপজিটরি পদ্ধতি চালু, নির্ধারিত সময়ের মাধ্যমে প্রাথমিক গণপ্রস্তাব (Initial Public Offering, IPO)- এর শেয়ার স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভূক্তির সিদ্ধান্ত প্রদানে বাধ্যবাধকতা আনয়ন, SEC ও স্টক এক্সচেঞ্জের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে পুঁজিবাজার সংক্রান্ত সুপারিশ প্রণয়নের নিমিত্ত কনসালটেটিভ কমিটি গঠন ইত্যাদি কার্যক্রমও অব্যাহত রয়েছে। পুঁজি বাজারের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ২০০৩-০৪ অর্থবছরে যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্যপদক্ষেপসমূহ নিম্নরূপ ঃ

আইপিও বরাদ্দে নতুন পদ্ধতি ঃ সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন শেয়ার বাজারে ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের পুঁজিবাজারের প্রতি আরো উৎসাহিত করার লক্ষ্যে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির আইপিও পরিবর্তিত নিয়মানুযায়ী বরাদ্দ করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

ট্রেডিং স্থগিতকরণ ঃ SEC দুর্বল মৌল ভিত্তি ও কোম্পানির কার্যক্রম বন্ধ থাকা সত্ত্বেও শেয়ারের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির কারণে স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত ১৬ টি কোম্পানির শেয়ার লেনদেন স্থগিত করেছে।

প্রাক আইপিও প্লেসমেন্ট: সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন কোম্পানিসমুহের প্রাক আইপিও প্লেসমেন্টের মাধ্যমে মুলধন উত্তোলনের ক্ষেত্রে কমিশনের অনুমোদন নেয়ার বিধান পরিপালন নিশ্চিত করার পদক্ষেপ গ্রহন করেছে।

পুঁজিবাজারে ডিপজিটরি ব্যবস্থা চালু ঃ SEC ২৩ ডিসেম্বর ২০০৩ তারিখে সেন্ট্রাল ডিপজিটরি বাংলাদেশ লিমিটেড (CDBL) কে ডিপজিটরি ব্যবসা চালুকরণ সার্টিফিকেট ইস্যু করায় কোম্পানিটি ডিপজিটরি হিসাবে তার কার্যক্রম ইতোমধ্যেই শুরু করেছে। ডিপজিটরি চালু হওয়ার ফলে এখন থেকে সকল আইপিও (IPO) এর শেয়ার বরাদ্দ ডিপজিটরি ব্যবস্থার মাধ্যমে অজড় পদ্ধতিতে করতে হবে। যে সকল কোম্পানির শেয়ার/ডিবেঞ্চার ইতোমধ্যে স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভূক্ত আছে তা পর্যায়ক্রমে ডিপজিটরি ব্যবস্থায় আনয়ন ২৪ জানুয়ারী ২০০৪ থেকে শুরু হয়েছে। ডিপজিটরি ব্যবস্থা চালু হওয়ার ফলে পুঁজিবাজারে স্বচ্ছতা ও গতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে এবং এক্ষেত্রে অবকাঠামোগত দুর্বলতা অনেকাংশে দূর হবে।

নগদ লেনদেনের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আরোপ ঃ দেশে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন কার্যকর হওয়ার প্রেক্ষিতে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন স্টক এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে শেয়ার কেনাবেচার ক্ষেত্রে পাঁচ লক্ষ টাকার বেশী অঙ্কের লেনদেন ব্যাংকিং পদ্ধতিতে করার বাধ্যবাধকতা আনয়ন সংক্রান্ত একটি প্রজ্ঞাপন জারী করেছে। এ ধরনের লেনদেন কোন একজন গ্রাহকের বেলায় পাঁচ লক্ষ টাকার বেশী হলে তা একাউন্ট পেয়ি (Account Payee) ব্যাংক চেক, ব্যাংক ড্রাফট বা অন্য যে কোন ধরনের ব্যাংকিং পদ্বতিতে সম্পন্ন করতে হবে।

বিনিয়োগকারীদের জন্য শিক্ষামূলক কার্যক্রম ঃ SEC জুলাই ২০০৩ হতে জানুয়ারি ২০০৪ সময়ে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট এ শেয়ার বাজারে বিনিয়োগকারীদেরকে পুঁজিবাজার সম্পর্কীয় বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে।

সিকিউরিটিজ রেটিংঃ বাংলাদেশের পুঁজিবাজারে সিকিউরিটিজ রেটিং করার জন্য কমিশন Credit Rating Information And Services Limited (CRISL) কে নিবন্ধন সনদ প্রদান করেছে যা এ পর্যন্ত ৭টি ব্যাংকের রেটিং কার্য সম্পাদন করেছে। বন্ড মার্কেটের জন্য রেটিং অত্যবশ্যকীয়। সম্প্রতি সিকিউরিটিজ রেটিং করার জন্য সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ তারিখে 'ক্রেডিট রেটিং এজেন্সি অব বাংলাদেশ লিঃ' নামক নতুন আরো একটি কোম্পানিকে নিবন্ধন সনদ প্রদান করেছে।

জুলাই ২০০৩ হতে মার্চ ২০০৪ পর্যন্ত পুঁজি বাজারে আইপিও -এর মাধ্যমে নতুন বিনিয়োগ হয়েছে ২৪০.২৭ কোটি টাকা। পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্কার কর্মসূচির বাস্তবায়ন বিশেষতঃ মৌলভিত্তি সম্পন্ন লাভজনক কোম্পানিকে লিষ্টিং এর আওতাভূক্ত করা, কর্পোরেট গভর্ন্যান্স উন্নয়নের মাধ্যমে পুঁজিবাজারের প্রতি বিনিয়োগকারীদের আস্থা বৃদ্ধি এবং পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানি ও এ জাতীয় কোম্পানিতে বিনিয়োগকারীদের অধিক কর সুবিধা/রেয়াত প্রদান দেশের মূলধন বাজারকে আরও গতিশীল করবে। ব্যাংক ঋণ ভিত্তিক শিল্পদ্যোগকে নিরুৎসাহিত করে জনসাধারণের অংশ গ্রহণের মাধ্যমে পুঁজিবাজার থেকে পুঁজি উত্তোলনকে উৎসাহিত করাই সরকারের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য এবং তা বাস্তবায়নের নিমিত্ত SEC সার্বিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করে চলেছে।